ত্রৈমাসিক

দুদক দর্পণ

৩য় বর্ষ ● ৭ম সংখ্যা ● জুলাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ ● শ্রাবণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ

ত্রৈমাসিক

দুদক দর্পণ

৩য় বর্ষ ● ৭ম সংখ্যা ● জুলাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ ● শ্রাবণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ

উপদেষ্টা সম্পাদক
ড. মো: শামসুল আরেফিন

সম্পাদনা কমিটির সদস্য
আবদুলস্নাহ-আল-জাহিদ
মোহাঃ আবুল হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য

যোগাযোগ
নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন,প্রধান কার্যালয়
১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৫৩০০৪-৮
ই-মেইল : info@acc.org.bd
ওয়েব সাইট
http://www.acc.org.bd

সম্পাদকীয়

সাধারণত মানুষের আত্মিক ও নৈতিক অবিশুদ্ধতাকে দুর্নীতি বলা হয়। সভ্যতাই দুর্নীতিকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান, অর্থ আত্মসাত, পদ-ব্যবহার করে ব্যক্তিগত লাভবান হওয়া ইত্যাদি দুর্নীতির অর্ন্তভুক্ত। সাধারণ মানুষ যে কোন অনৈতিক কাজকেই দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করে। সে কারণে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কাজে নিয়োজিত একমাত্র প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রতিমাসে হাজারেরও বেশি অভিযোগ আসে। কমিশন প্রতিটি অভিযোগ যাচাই বাছাই করে স্বল্প সংখ্যক অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশনের আমলযোগ্য অপরাধের তথ্য অর্ন্তভুক্ত থাকে বিধায় তা অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজের এখতিয়ার নিয়ে সাধারণ মানুষের জানা-শোনায় কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর আলোকে নির্ধারিত তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহেরই কেবল অনুসন্ধান / মামলা তদন্ত করে থাকে কমিশন। কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একাধিকবার প্রচার করা হয়েছে। কমিশনের মুখপত্র হিসেবে দুদক দর্পণে কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমুহের বিবরণ সর্বসাধারণের অবগতির জন্য পুণরায় প্রকাশ করা হলোঃ

- সরকারী কর্তব্য পালনের সময় সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী/নির্বাচিত বা মনোনীত জনপ্রতিনিধি কর্তৃক উৎকোচ (ঘুষ)/উপঢৌকন গ্রহণ;
- সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী/নির্বাচিত বা মনোনীত জনপ্রতিনিধি অথবা বেসরকারী ব্যক্তির অবৈধভাবে স্বনামে/বেনামে সম্পদ অর্জন;
- সরকারী অর্থ/সম্পত্তি আত্মসাৎ বা ক্ষতিসাধন;
- সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যাবসা/বানিজ্য পরিচালনা;
- সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে কোন অপরাধীকে শাস্তি থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা;
- মানি লন্ডারিং (অবৈধভাবে অর্থ হস্তান্তর, রূপান্তর, গোপন করা ও উক্ত কাজে সহায়তা প্রদান);
- প্রতারণা ;
- ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবহেলাপূর্ণ আচরণ, ব্যাংকিং কোম্পানী কর্তৃক প্রতারণা, মূল্যবান জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ,
- প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি, মানহানির উদ্দেশ্যে জালিয়াতি, কোন জাল দলিলকে খাঁটি হিসাবে ব্যবহারকরণ।
- বেসরকারী পর্যায়ে অধিনস্ত চাকুরে কর্তৃক অর্থ/সম্পদ আত্মসাৎ সংক্রান্ত অভিযোগ ইত্যাদি।

দুদকের যে সকল কার্যালয়ে অভিযোগ দায়ের করা যাবে:

(ক) চেয়ারম্যান/ কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

(খ) পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা/চট্রগ্রাম/ রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(গ) উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১/ ঢাকা-২ /টাঙ্গাইল/ফরিদপুর/ ময়মনসিংহ/ চট্রগ্রাম-১/চট্রগ্রাম-২/রাঙ্গামাটি/কুমিল্লা/নোয়াখালী / রাজশাহী / বগুড়া/ পাবনা/ রংপুর/ দিনাজপুর/ খুলনা/ কুষ্টিয়া/ যশোর/ বরিশাল/ পটুয়াখালী/ সিলেট/হবিগঞ্জ।

এ সংখ্যায় যা যা রয়েছে ঃ

- **প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম**
- **নিয়োগ ও বদলী**
- **দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সেমিনার ও মত বিনিময় সভা**
- **দায়েরকৃত উলেস্নখযোগ্য কয়েকটি মামলা ও চার্জশীট**
- **আইন-আদালত**

বিদেশে প্রশিক্ষণ/সেমিনার

দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মো: বদিউজ্জামান ২০১৪ সালের ১১ জুন হতে ১৩ জুন পর্যন্ত থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত UNDP Regional Dialogue on Acceleration Human Development in Asia Pacific ‘‘Transparency Accountability and Voices against Corruption” সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। জনাব কাজী আবু তাহের, কমিশনার (তদন্ত) এর একান্ত সচিব ২৩ জুন হতে ২৭ জুন তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত “ Singapore Anti-Corruption Strategies” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। উপপরিচালক শেখ মো: ফানাফিল্যা ২৭ মে হতে ৩০ মে পর্যন্ত দক্ষিন কোরিয়ার সিউলে অনুষ্ঠিত “ Workshop on Pre-mutual Evaluation and National risk Assessment” শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

নিয়োগ ও বদলী

এপ্রিল/২০১৪ থেকে জুন/২০১৪ পর্যন্ত সময়ে পরিচালক পদে ২ জন ও উপপরিচালক পদে ৫ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে কোর্ট পরিদর্শক পদে ০১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া কমিশনের বিভিন্ন পদমর্যাদার ৭৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বদলী করা হয়েছে।

কমিশনের সিদ্ধান্ত

➢ দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময়কাল কর্মরত থাকতে হবে মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রত্যেক পদের পরবর্তী ঊর্ধ্বতন পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিতে বর্ণিত যোগ্যতম চাকুরীকালের অন্তত: অর্ধেক সময় মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ ও ঢাকা-২ এর কর্মকাল মাঠ পর্যায়ের কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবেনা।

➢ দুর্নীতি দমন কমিশনে মেধা কোটায় নবনিয়োগপ্রাপ্ত ও যোগদানকৃত সহকারী পরিচালক এবং উপসহকারী পরিচালক পদের কর্মকর্তাকে মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় তাদের শুধুমাত্র অনুসন্ধানের ক্ষমতা প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

➢ গুরুত্বপূর্ণ ১৮ টি মামলায় আসামীগণ বিজ্ঞ আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় উক্ত মামলা সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান/তদন্তকারী /তদারককারী ও সাহায্যকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি কমিশন কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করা হয়।

দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ-২০১৪ উপলক্ষ্যে সেমিনার

দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ-২০১৪ উপলক্ষ্যে ০১ এপ্রিল দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়ের হল রুমে " রাজনৈতিক ঐক্য ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের প্রধান নিয়ামক" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান মো: বদিউজ্জামান। প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু হেনা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. রওনক জাহান, সম্মানিত ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বৈশাখী টেলিভিশন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার জনাব মো: সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, ড. মো: নাসিরউদ্দীন আহমেদ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার এম আমিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জনাব এম, হাফিজ উদ্দিন খান, সাবেক মন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, এসবিসিসিআই সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব এ কে আজাদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব রামেন্দু মজুমদার, প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফারুক, জানিপপ এর চেয়ারম্যান প্রফেসর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, এবং অন্যান্য গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

রাজনৈতিক ঐক্য ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের প্রধা নিয়ামক শীর্ষক সেমিনার

সেমিনারের শুরুতেই দুদক কমিশনার মো: সাহাবুদ্দিন চুপ্পু স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, দুদকের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য, জনগণের মাঝে দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করানো এবং তাদেরকে কমিশনের কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিবছরই এরকম সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আমাদের স্বাধীনতা তখনি অর্থবহ হবে যখন অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। যার প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। দারিদ্রমুক্ত সমাজ ও দেশ গড়তে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। আপনাদের উম্মুক্ত আলোচনা, আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

সেমিনারের প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ আবু হেনা তার বক্তব্যে বলেন, "দুর্নীতি দমন করা আগের চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। এক্ষণে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, দেশে যে আইন আছে সেটি আপনি কার্যকর করতে পারছেন কিনা এবং সঠিক প্রয়োগ

করতে পারছেন কিনা। বাস্তবে আইনকে এখন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দুর্নীতিকে সহনীয় পর্যায়ে আনতে গেলে Politics is the last resort । সে হিসেবে রাজনীতিবিদরাও কিন্তু সমাজ সংস্কারক। আইন তো হচ্ছে দেশ ও জনগণের স্বার্থের জন্যে। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সে বোধ যদি আপনার না থাকে তবে আপনি আইন করবেন কীভাবে। সংস্কারবাদি মন যদি আপনার না থাকে তবে আপনি আইন করবেন কীভাবে। রাজনীতিবিদরা দেশের ভাল মন্দের সাথে জড়িত। তাই আমরা চাই দেশটাকে তারা সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেবেন। তাদের উপর ভরসা করা ছাড়া আমাদের কোন গন্তব্য নেই।"

তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পর্কে বলেন এটি সাংবিধানিক নয়। ২০০৪ সালে আইন দিয়ে সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান এবং বলা হয়েছে দুদক স্বাধীনভাবে কাজ করবে। আইন দিয়ে তৈরী প্রতিষ্ঠান ও সংবিধান দিয়ে তৈরী প্রতিষ্ঠান দুটো মাঝে একটা পার্থক্য আছে। তৈরী প্রতিষ্ঠানের "Indepenednce Guarranty" কে Lock করা হয়। এর অন্তর্নিহিত একটি শক্তি আছে। যেটা দুর্ভাগ্যবশত দুর্নীতি দমন কমিশনের নেই। কিন্তু আমি মনে করি এটা হওয়া উচিত ছিল। এখন এর একটি সাংবিধানিক চরিত্র দেয়া উচিত। দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে, দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যকর করতে, জনগণের অনাস্থা ও আশঙ্কা দুর করতে এর সাংবিধানিক চরিত্র দেয়া প্রয়োজন। লোকে তখন বিশ্বাস করবে দুর্নীতি দমন কমিশনের বাছবিচার না করে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে।

সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

সেমিনারের সভাপতি দুদক চেয়ারম্যান মো: বদিউজ্জামান তাঁর বক্তব্যে বলেন "আজকের আলোচনা সভার মূল লক্ষ্য হলো আপনাদের চিন্তা ভাবনা থেকে আমরা ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করব। বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো একটা কাউন্সিলের অধীনে কাজ করতো। ১৯৮৭ সনে এক ফরমান বলে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়। এর কারণ ছিলো তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করে মামলা করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলো তখন সেই মন্ত্রী তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বললেন এরা আজকে আমার সম্বন্ধে বলেছে কালকে আপনার সম্বন্ধে কথা উঠবে। এক্ষণি একটা কিছু করেন। তখনি এই ফরমান জারি করা হয়। আমাদের যে হতাশা আসলে একদিনে এই হতাশার সৃষ্টি হয়নি। বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো সরকারের অধীনে থেকে তাদের নির্দেশেই কাজ পরিচালনা করা হতো। তখন থেকেই মানুষের মনে এই সন্দেহ। যাই হোক সাধারণ মানুষের চাহিদা, সুশীলসমাজের চাহিদা থেকেই কমিশনের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বর্তমানে যে কাজ হাতে নিয়েছি, আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, এখানে বলা হয়েছে, কিছুটা ইংগিত করা হয়েছে যে, সরকারের কথা বলা হয়েছে বর্তমানে সরকারের কথায় কিছু কিছু কাজ হাতে নেয়া হয়েছে, এটা ঠিক নয়; আসলে আমরা নিজেরা এই কাজ হাতে নিয়েছি। এখন পর্যন্ত কোন মহল

থেকেই আমরা কোন চাপ পাইনি এবং পেলেও আমরা আপনাদের সাথে নিয়েই এগিয়ে যাবো। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদের সন্দেহ যাতে দূর হয়, সেই চেষ্টা আমরা করবো। আমাদের উপর মানুষের আস্থা ফিরবেই।"

প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

গাজীপুর ঃ গত ৭ এপ্রিল তারিখে জয়দেবপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের র‍্যালী ও সমাবেশ এবং বৃক্ষরোপন অভিযান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে দুদকের মাননীয় চেয়ারম্যান মো: বদিউজ্জামান বলেন আমাদের দেশের একটি প্রজন্মের রক্তের সাথে দুর্নীতি মিশে আছে। তাই তরুন প্রজন্মকে সততা ও নৈতিকতার বলে বলীয়ান হয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি আরও বলেন বর্তমান কমিশন দুর্নীতিপরায়নদের রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক বা অন্য পরিচয়কে ন্যূনতম গুরুত্ব প্রদান করে না। যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির দালিলিক তথ্যাদি পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মহাপরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত) মো: জিয়াউদ্দীন, গাজীপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব জনাব আবু নাসির আহমেদ প্রমুখ। সমাবেশ শেষে জয়দেবপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাননীয় চেয়ারম্যান একটি বৃক্ষ রোপন করেন। তাছাড়া বিশেষ অতিথি মহাপরিচালক জনাব মো: জিয়াউদ্দিনও একটি বৃক্ষ রোপন করেন।

জয়দেবপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ

জয়দেবপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বৃক্ষরোপন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মো: বদিউজ্জামান

একই দিনে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান স্থানীয় বঙ্গতাজ অডিটরিয়ামে দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখা অন্যতম একটি সংস্থা BASA এর সহযোগিতায় জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত সততা সংঘের সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিশনের মহাপরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত) মো: জিয়াউদ্দীন, গাজীপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব জনাব আবু নাসির আহমেদ প্রমুখ। বিকালে গাজীপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে স্থানীয় জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় চেয়ারম্যান জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সততা ও স্বচ্ছতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিজ নিজ দপ্তর থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটনের আহবান জানান।

সাভার ঃ গত ২৪ মে সাভার উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি কর্তৃক স্থানীয় মামুন কমিউনিটি সেন্টারে দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ-২০১৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত দুর্নীতি বিরোধী রচনা প্রতিযোগিতায় বিজীয়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে চেয়ারম্যান বলেন দুর্নীতির কারণেই রানা প্লাজার মত ট্রাজেডি এ দেশে সংঘটিত হয়েছে। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সাভার উপজেলাকে দুর্নীতিমুক্ত করে রানা প্লাজায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহবান জানিয়ে কমিশনে মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন আমরা রানা প্লাজা ভবন নির্মানে যে সকল দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছিল উহার অনুসন্ধান করছি। অনুসন্ধান শেষেই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

সাভার উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত দুর্নীতি বিরোধী রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মো: বদিউজ্জামান

সাভার উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত দুর্নীতি বিরোধী শপথ গ্রহণ

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সড়্গমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ওয়ার্কশপ আয়োজন

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা- ১ এবং ঢাকা-২ এর আয়োজনে এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন ক্রমে বর্নিত কার্যালয়সমূহের অধিক্ষেত্রাধীন জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের জন্য একটি কর্মশালা ও মতবিনিময় সভায় আয়োজন করা হয়। কর্মশালা ও মতবিনিময় সভাটি ২১ জুন, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় নাট্যশালা অডিটরিয়াম, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ বদিউজ্জামান, মাননীয় চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন এবঅং জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন, মাননীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন। অনুষ্ঠানের ১ম পর্বে (১) কর্মশালার বিষয়বস্তু, (২) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, (৩) দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে আলোকপাত করা হয়। ২য় পর্বে (১) মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক শপথ বাক্য পাঠ করান, (২) প্রশ্নোত্তর পর্বে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং কমিশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ শামসুল আরেফিন তাদের প্রশ্নের জবাব দেন, (৩) অতিথিবৃন্দ দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মশালা ও মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের কার্যক্রম গতিশীল ও ফলদায়ক করার নিমিত্ত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের মতামত সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি প্রশ্নমালা প্রনয়ন করা হয়েছে এবং তা সকল কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কমিটিসমূহ থেকে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে এতদ্ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

গোপালগঞ্জ জেলায় কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে দুর্নীতি বিরোধী মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কমিশনার ড: নাসিউদ্দীন আহমেদ

মাদারীপুর জেলায় কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে দুর্নীতি বিরোধী মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কমিশনার ড: নাসিউদ্দীন আহমেদ

অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম (এপ্রিল/১৪-জুন/১৪)

অভিযোগ অনুসন্ধানের অনুমোদন	৪৫৬ টি
সম্পদ বিবরণীর নোটিশ জারী	৩৯ টি
মামলা দায়েরের অনুমোদন	৬৬ টি
চার্জশীট দায়েরের অনুমোদন	১৫৭টি
ফাইনাল রিপোর্ট	১১৫টি

দায়েরকৃত উলেস্নখযোগ্য কয়েকটি মামলা

ক্রমিক নং	অভিয়োগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	জনাব সন্তোষ কুমার চক্রবর্তী, সাবেক মোহরার, মিরসরাই সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, চট্টগ্রাম বর্তমানে-সহকারী, জোরারগঞ্জ সাব রেজিস্ট্রি অফিস, মিরসরাই, চট্টগ্রাম ।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ১৫,৬১,২১২/- টাকার সম্পদের তথ্য গোপনসহ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ২৫,৪১,৫৯৬/- টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ।
২	জনাব মিলন দেবনাথ, হিসাব সহকারী, উপজেলা শিক্ষা অফিস, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	১৫,০০০/- টাকা ঘুষ গ্রহণের সময় হাতে নাতে গ্রেফতার হওয়ার অভিযোগ ।
৩	জনাব মুহাম্মদ মফিজুল হক, চেয়ারম্যান, ম্যাক্সিম ফাইন্যান্স এন্ড কমার্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ লিঃ. ঢাকা ও অন্য ২১ জন ।	ম্যাক্সিম ফাইন্যান্স এন্ড কমার্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি: নামীয় প্রতিষ্ঠানের নামে বিনিয়োগকারীদের নিকট থেকে ৩০৪,১০,৫৩,৬০৪/- টাকা হাতিয়ে নিয়ে উক্ত টাকা অবৈধভাবে ম্যাক্সিম গ্রুপ নামীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ দেখিয়ে তার উৎস গোপন করার লক্ষে স্থানান্তর করে মানিলন্ডারিং এর অভিযোগ ।
৪	জনাব এ কে এম আজিজুর রহমান, সাবেক	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ১,৭১,১০,০০০/-

	ম্যানেজার ও ডিজিএম (সাময়িক বরখাস্তকৃত) সোনালী ব্যাংক লি:, হোটেল শেরাটন শাখা, ঢাকা ।	টাকার সম্পদের তথ্য গোপন এবং উক্ত পরিমাণ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ।
৫	জনাব আতাউর রহমান খাঁন, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, বিলুপ্ত ডেসা, বর্তমানে-ডিপিডিসি লিঃ, মহাখালী, ঢাকা ।	জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ১,৭৬,৯৯,৮৬১/- টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ।
৬	জনাব আহমদ হোসেন খান, মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা ও অন্য ০১ জন ।	পরামর্শক সংস্থা থেকে অবৈধভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ ও প্রদানের অভিযোগ ।
৭	জনাব মোঃ আলী হোসেন, সহকারী সচিব (অবঃ), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়. ঢাকা ।	প্রতারণামূলকভাবে একাধিক সরকারি প্লট গ্রহণের অভিযোগ ।
৮	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রাক্তন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ, সিলেট ।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৩০,৬০,৮৬৭/- টাকার সম্পদের তথ্য গোপন এবং ৫,১৮,০৪২/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ।
৯	জনাব মো: মুনির ইকবাল হামিদ, সাবেক পরিচালক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), বিটিএমসি ও অন্য ৬ জন ।	অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধজনক বিশ্বাসভংগ করে আহমেদ বাওয়ানী বস্ত্র মিলের ২৬.৬০ একর জমি মাত্র ৬,২৫,৭৭,৪৪৪/- টাকায় বিক্রি করার অভিযোগ ।
১০	জনাব আব্দুর রশিদ, মালিক মেসার্স এ রশিদ এন্টারপ্রাইজ, ধানমন্ডি, ঢাকা ও অন্য ০১ জন ।	ভূয়া কাগজপত্র ও জাল দলিল মর্টগেজ রেখে অগ্রণী ব্যাংক হতে ১ (এক) কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করার অভিযোগ ।

চার্জশীট দাখিলকৃত উলেস্নখযোগ্য কয়েকটি মামলা

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর ও তারিখ	অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	ঈশ্বরদী (পাবনা) থানা মামলা নং-০২ তারিখ-০৫/৯/১৯৯৩ ইং ধারা-দ-বিধি ৪০৯/১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা ।	জনাব মো: মতলুবুর রহমান, প্রধান পরিদর্শক এবং ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার, মুলাডুলি সিএসডি, পাবনা ও অন্য ২ জন ।	ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ৮৬,৮০৫.৭৫০ মেট্রিক টন গম ও ৯১.৭২৮ মেট্রিক টন চাউল গুদামে ঘাটতি দেখিয়ে আত্মসাতের অভিযোগ
২	খুলশী (চট্টগ্রাম) থানা মামলা নং-১১ তারিখ-১৭/৯/২০১৩ ইং, ধারা-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ।	জনাব মো: ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, প্রিন্সিপাল, আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসা, লালখানবাজার, চট্টগ্রাম ।	দুর্নীতি দমন কমিশনে নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করার অভিযোগ ।
৩	রমনা (ডিএমপি) থানা মামলা নং-০৩, তারিখ-০২/০৫/২০১২ ইং, ধারা-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ।	জনাব আবুল বাশার, মেইল কেরিয়ার কাম প্যাকারম্যান, শান্তিনগর নৈশ পোষ্ট অফিস, ঢাকা ।	অবৈধভাবে ১,০৬,৯৪,০০০/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ।
৪	রমনা (ডিএমপি) থানা মামলা নং-০৭ তারিখ-০৩/১১/২০০৮ ইং, ধারা-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ।	জনাব খন্দকার সুজাত আলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৪৩,৮৭,৪০৩/- টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন এবং ২৭,৭৮,৬৮৩/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ।
৫	কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানা	জনাব মো: হারুন-উর-রশিদ,	ল্যাবরেটরী টেষ্ট বাবদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট

	মামলা নং-৭৬ তারিখ-২২/৮/১৩, ধারা-দ-বিধি ৪০৯/ ১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা ।	প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা, বর্তমানে-সদর দপ্তর, ঢাকা ও অন্য ০১ জন ।	থেকে আদায়কৃত ৩৮,৯৪,৭৩৫/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ।
৬	আদাবর (ডিএমপি) থানা মামলা নং-১৪ তারিখ-১২/১০/২০১১, ধারা-দ-বিধি ৪০৯/১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা ।	জনাব গোলাম মোস্তফা, সাবেক ব্যবস্থাপক, প্রাইম ব্যাংক লি:, রিং রোড শাখা, আদাবর, ঢাকা ও অন্য ৮ জন ।	প্রাইম ব্যাংকের ১,৮৬,০৯,৪৮৫/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ।
৭	জয়বেদপুর থানা মামলা নং-৮৪ তারিখ-২০/১০/২০১১, ধারা-দ-বিধি ৪০৯/১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা ।	জনাব মো: খয়বর রহমান, সাবেক সহকারী কমিশনার (ভূমি) গাজীপুর সদর, গাজীপুর ও অন্য ০৬ জন ।	পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে গাজীপুর জেলার ধীরাশ্রম মৌজার ২৬ শতক সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ ।
৮	গুলশান (ডিএমপি) থানা মামলা নং-৩৭ তারিখ-১২/১০/২০১১, ধারা-দ-বিধি ৪০৯/২০১/১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা ।	জনাব এস এম তারেক রহমান, সহকারী ব্যবস্থাপক (সিস্টেম অপারেশন), টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ, রুপায়ন গোল্ডেন এইজ, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ও অন্য ০১ জন ।	পরস্পর যোগসাজশে টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর ৯,৪৭,১৫,৩০৫/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ।
৯	নারায়ণগঞ্জ সদর থানা মামলা নং-৩১, তারিখ-২৯/০১/২০১৩, ধারা-দ-বিধি ৪০৯/১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা ।	জনাব মো: আব্দুস সামাদ, সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, মহিলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্য ০১ জন ।	পরস্পর যোগসাজশে ব্যাংকের নিয়মনীতি লংঘন করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা, আমদানীকৃত মালামাল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে না নিয়ে মঞ্জুরীকৃত মূল ঋণের ১৩,৪৬,৪৫,৬৪৬/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ।
১০	টাংগাইল থানা মামলা নং-১২ তারিখ-১৩/১২/২০১১, ধারা-৪০৯/৪১৮/২০১ দ-বিধি এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা ।	জনাব কাজী মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন সহকারী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) বিআরটিএ, টাংগাইল সার্কেল (সাময়িক বরখাস্ত), বর্তমানে-প্রধান কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা ।	ক্ষমতার অপব্যবহাপূর্বক সরকারি নথি গায়েব করে মোট ২৩,০৭,৭০৫/- টাকার রাজস্ব ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে আত্মসাত ।

আইন-আদালত

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে মোট ৩৮৩৪ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তম্মধ্যে ৩০৪৫ টি মামলার বিচার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে এবং মহামান্য হাইকোর্টের আদেশে ৭৮৯ টি মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। বর্তমানে উচ্চ আদালতে **১২৯০** টি রিট, **৯৬৩** টি ফৌজদারী বিবিধ মামলা, ২৪৫ ক্রিমিনাল রিভিশন ও **১৯৬** টি ক্রিমিনাল আপীল মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া মহামান্য উচচ আদালত কর্তৃক ০৬ টি মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারকৃত কয়েকটি মামলার বিবরণ

ক্রমিক নং	আদালতের মামলা নম্বর	থানার মামলা নম্বর	আসামীর নাম	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের তারিখ
০১	রীট পিটিশন নং-১১২৮৯/২০১২	রাজৈর (মাদারীপুর) থানা মামলা নং-০৪ তারিখ-১০/৬/২০০৮	মো: আবুল হোসেন আকন্দ চেয়ারম্যান, বদরপাসা ইউপি, রাজৈর, মাদারীপুর ।	০৯/০৪/২০১৪
০২	রীট পিটিশন নং-১৬২/২০১২	ধানমন্ডি থানা মামলা নং-১০ তারিখ-১৯/৪/২০১১	মো: আরশাদ হোসেন বাড়ী নং-৬৯, রোড নং-১১ এ ধানমন্ডি, ঢাকা ।	১০/০৪/২০১৪
০৩	রীট পিটিশন নং-৩৩১৩/২০০৯	তেজগাঁও থানা মামলা নং-৪৭ তারিখ-১৭/৩/২০০৯	কাওসার জামান, ১৩ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।	১০/০৪/২০১৪
০৪	রীট পিটিশন নং-১০৭২৫/২০১২	নথি নং-দুদক/বি:অনু: ও তদন্ত-১/২৩১-২০১১ তারিখ-১৯/৭/২০১২	এ কে এম খুরশিদ হোসেন, সহকারী রেভিনিউ অফিসার, কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম ।	০৫/০৫/২০১৪
০৫	ক্রিমিনাল মিস কেস নং-৩৪০৩৯/২০১০	মেহেন্দীগঞ্জ (বরিশাল) থানা মামলা নং-০৭ তারিখ-১০/১১/২০০৯	মো: আমীর হোসেন আকন্দ, চেয়ারম্যান, ভাসানচর ইউপি, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল ।	০৭/০৫/২০১৪

এপ্রিল/১৪ - জুন/১৪ মাসে দুর্নীতি দমন কমিশনের ৮০ টি মামলার রায় দিয়েছেন বিচারিক আদালত। তম্মধ্যে ৩৮ টি মামলায় সাজা এবং ৪২ টি মামলায় আসামীগণ খালাস পেয়েছেন।

সাজাপ্রাপ্ত কয়েকটি মামলার বিবরণ

ক্রমিক নং	মামলা নং ও ধারা	আসামীর নাম	অভিযোগের বিবরণ	সাজার বিবরণ
১	ধানমন্ডি থানা মাঃ নং-০৯(৬)২০০৬ মেট্রো বিঃ মামলা নং-২৮৯/২০১১ ধারা-দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৫৭ এর ৪(১) ও ৫(২)	মোঃ আব্দুল মালেক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অবঃ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা ।	জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ।	আসামী মোঃ আব্দুল মালেককে ০৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১,০০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০১ বছরের কারাদন্ড এবং আসামীর ৩ কোটি ১ লক্ষ টাকার এফডিআর ও তার স্ত্রীর নামে ৩০ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র, পল্লবীতে অবস্থিত ৫ তলা ১ টি বাড়ী, ধানমন্ডি ও গুলশানে ৪ টি ফ্ল্যাট বাজেয়াপ্ত ঘোষনা করা হয় ।
২	খুলনা থানা মামলা নং-৪০(০৪)২০০৪ ধারা-৪০৯/৪২০/ ৪৬৭/ ৪৬৮/ ৪৭১ দঃ বিঃ ও ৫(২)	মোঃ ইনাম সাইদ ওরফে খোকন, জীবন বীমা কর্পোরেশন, খুলনা ।	জীবন বীমার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ।	আসামীকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ৫৯,৫০৬/৯০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে ।
৩	বিশেষ মামলা নং-২০/১০ রমনা থানা মাঃ নং-৩৬(৮)২০০৯ ধারা-দুদক আইনের ২৬(২)ও ২৭(১)	খবির উদ্দিন আহম্মেদ, সাবেক অডিটর, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা ।	জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ।	আসামীকে ০৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৩ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং আসামীর অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ প্রদান করা হয় ।
৪	কাঠালিয়া (ঝালকাঠি) থানা মামলা নং-১৬(০১)২০০৯ ধারা-৪০৯/৪২০/২০১ দঃ	মোঃ লিয়াকত শাহরিয়ার, উপজেলা প্রকৌশলী, কাঠালিয়া,	প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ।	আসামী মোঃ লিয়াকত শাহরিয়ারকে ১০ বছরের সশ্রম করাদন্ড ও ১০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০১ বছরের সশ্রম

	বিঃ ও ৫(২)	ঝালকাঠী ।		কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে ।
৫	ত্রিশাল থানা মামলা নং-২৩(১১)২০০২ ধারা-৪০৯ দঃ বিঃ ও ৫(২)	জনাব কামরুল হাসান, সাবেক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ সহ ০২ জন ।	সরকারী খাদ্য শষ্য আত্নসাতের অভিযোগ ।	প্রত্যেক আসামীকে ০৭ বছর করে সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫৬,০০,৭০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০১ বছর ০৯ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে ।
৬	ভাংগা (ফরিদপুর) থানা মামলা নং-০২(০৩)২০১১ ধারা-৪০৯/৪২০ দঃ বিঃ	মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী ম্যানেজার, পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোং লিঃ, ভাংগা, ফরিদপুর ।	পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর ৭৬,২৬,৮৩৭/- টাকা আত্নসাত ।	আসামী মো: জাহিদুল ইসলামকে ০৭ বছরের সশ্রম করাদন্ড ও ৮০,০০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে ।
৭	ফেনী থানা মামলা নং-২৫(১০)২০০৩ ধারা-৪২০/৪৬৭/৪৭১ দঃ বিঃ	জনাব মাহমুদুল হাসান, সাং-মোহাম্মদপুর, ফুলগাজী, ফেনী ।	ভূয়া রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে বিএমএ এর সদস্য পদ লাভ ।	আসামী মাহমুদুল হাসানকে ১০ বছরের সশ্রম করাদন্ড ও ১২,০০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৩ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে ।